প্রথম আলো

তারিখ 03 MAR 2015

যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শিক্ষার্থীদের ঈর্ষণীয় সাফল্য

লন্ডন প্রতিনিধি

যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পরিবারের সন্তানেরা শিক্ষাক্ষেত্রে তাক লাগানো সাফল্য অর্জন করে চলেছে। দেশটির লেবার পার্টির এমপি ফ্র্যাঙ্ক ডবসনের মতে, নানা প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে বাংলাদেশি পরিবারের সন্তানেরা শিক্ষাক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় ফলাফল করছে। তারা ইতিবাচক অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

গত বছর যুক্তরাজ্যে জিসিএসই এবং এ লেভেল পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল করেছে, এমন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শিক্ষার্থীদের সাফল্য উদ্‌যাপনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশিদের সুহৃদ বলে পরিচিত ফ্র্যাঙ্ক ডবসন এসব কথা বলেন। গত রোববার পশ্চিম লন্ডনের ক্যামডেন সেন্টারে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ হাইকমিশনের আয়োজনে 'আউটস্ট্যান্ডিং অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' শীর্ষক ওই অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন দেশটির আন্তর্জাতিক উন্নয়নবিষয়ক (ডিএফআইডি) মন্ত্রী ডেসমন্ড সোয়েন, বিচারক ক্রেয়ান, ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের সদস্য জিন ল্যাম্বার্ড, ডেপুটি হাইকমিশনার খন্দকার এম তালহা প্রমুখ। হাইকমিশনার এম এ হান্নান অসাধারণ ফলাফল করা ৮২ শিক্ষার্থীর হাতে সনদ ও সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন।

সাফল্য উদ্‌যাপনের এই অনুষ্ঠানেও ঘুরেফিরে এসেছে পূর্ব লন্ডন থেকে ভাসিগোষ্ঠী আইএসে যোগ দিতে সিরিয়ায় পাড়ি দেওয়া তিন স্কুলছাত্রীর প্রসঙ্গ। এদের দুজন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত।

ইসলামি ধর্মবিশ্বাসীরা অবজ্ঞা এবং নেতিবাচক প্রচারণার কারণে কঠিন সময় পার করছে উল্লেখ করে ফ্র্যাঙ্ক ডবসন বলেন, তাঁর তিন নাতি-নাতনি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী এবং তাদেরও নানা অপপ্রচার মোকাবিলা করে এগিয়ে যেতে হচ্ছে।

মন্ত্রী ডেসমন্ড সোয়েন বাংলাদেশে যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ২০ কোটি পাউন্ডের সহায়তা প্রকল্পের কথা তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের মানব উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান।

গত সপ্তাহে *দি ইকোনোমিস্ট*-এ প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশি কমিউনিটি শিক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নে দেশটির পাকিস্তানি কমিউনিটিকে ছাড়িয়ে গেছে। গত বছরের জিসিএসই পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে বলা হয়, বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শিক্ষার্থীদের ৬১ শতাংশ পাঁচটির বেশি বিষয়ে ভালো গ্রেড পেয়েছে। পাকিস্তানি বংশোদ্ভূতদের ক্ষেত্রে এ হার ৫১ শতাংশ। অন্যদিকে শ্বেতাঙ্গ শিক্ষার্থীদের ৫৬ শতাংশ পাঁচটির বেশি বিষয়ে ভালো গ্রেড পেয়েছে।

ঠিক কত সংখ্যক বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শিক্ষার্থী গত বছর জিসিএসই এবং এ লেভেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, এর পরিসংখ্যান জানা সম্ভব হয়নি।